

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না

রোলঃ 23090120252

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম কি ও কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না

রোলঃ 23090120252

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম কি ও কেন? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রত্না, আইডিঃ 23090120252 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম কি ও কেন? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রত্না

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

রত্না

আইডিঃ 23090120252

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....	6
অধ্যায় ২: ইসলাম শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা.....	7
অধ্যায় ৩: ইসলামের মূল ভিত্তি ও উদ্দেশ্য	11
অধ্যায় ৪: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ	15
অধ্যায় ৫: ইসলামের জীবনব্যবস্থা.....	20
অধ্যায় ৬: কেন ইসলাম — ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা	26
অধ্যায় ৭: কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব	32
অধ্যায় ৮: ইসলাম ও মানবতা.....	37
অধ্যায় ৯: ইসলামি চিন্তাবিদ ও বুজুর্গদের দৃষ্টিভঙ্গি	42
অধ্যায় ১০: উপসংহার	46
রেফারেন্স বই সমূহ.....	50

অধ্যায় ১: ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মাখলুকাত। জীবনের প্রতিটি ধাপে সে শান্তি ও সফলতার সন্ধান করে। এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য এবং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর তার চূড়ান্ত পরিণতি কী—এই মৌলিক প্রশ্নগুলো প্রতিটি সচেতন মানুষের মনে জাগে। মানবজাতির এই চিরন্তন জিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, তার নামই হলো ‘ইসলাম’। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের নাম নয়, বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের জন্য প্রদত্ত এক সার্বজনীন দিকনির্দেশনা।

মানবজীবন এক অনন্ত অনুসন্ধানের যাত্রা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য, অস্তিত্ব ও শান্তির খোঁজে ব্যস্ত থাকে। এই খোঁজেরই পরিপূর্ণ জবাব দিয়েছে ইসলাম — যা আল্লাহর প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়; এটি একটি জীবনদর্শন, আদর্শ, নীতি ও কর্মপদ্ধতি। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলের মূল বার্তাই ছিল — ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন —

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম।”

সূরা আল-ইমরানঃ ৩:১৯]

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার কাছে যেই পথ গ্রহণযোগ্য, সেটিই ইসলাম। এ কারণেই ইসলাম হলো মানব জীবনের শান্তি, স্থিতি ও কল্যাণের একমাত্র পথ।

অধ্যায় ২: ইসলাম শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা

■ ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

◇ ভূমিকা: একটি চিরন্তন জীবনবিধান

ইসলাম হলো মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি মানুষের জীবনের সকল দিক—ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি নিয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে এর মূল শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য গভীরভাবে জানা প্রয়োজন। এই আলোচনায় ইসলামের আভিধানিক অর্থ, তার ব্যাপকতা এবং শরীয়তের পরিভাষায় তার সঠিক সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো।

◇ 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ

'ইসলাম' শব্দটি আরবি "س-ل-م" (সিলমুন) মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। এই ধাতুটির প্রধানত দুটি অর্থ রয়েছে, যা ইসলামের সমগ্র দর্শনকে ধারণ করে। যথা~

ক. শান্তি ও নিরাপত্তা (Peace and Security)

'সিলমুন' শব্দের মূল অর্থ হলো 'শান্তি', 'নিরাপত্তা' এবং 'নিরাপদে থাকা'। ইসলামের পথ অনুসরণ করা মানেই শান্তি ও নিরাপত্তার পথে চলা। একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করেন, তখন তিনি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই প্রকৃত শান্তি ও মানসিক স্বস্তি লাভ করেন। ইসলাম বিশ্বাস করে, বিশ্বজগৎ ও মানবসমাজ তখনই শান্তিময় হবে, যখন সবাই আল্লাহর বিধান মেনে চলবে।

খ. আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য (Submission and Obedience)

'সিলমুন' এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো 'আত্মসমর্পণ করা', 'অনুগত হওয়া' এবং 'বশ্যতা স্বীকার করা'। ইসলামের মূল ভাবনাই হলো—সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বেচ্ছায় ও নিঃশর্তে নিজেকে সমর্পণ করা। এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়।

সংক্ষেপে: আভিধানিক অর্থে ইসলাম হলো 'শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ'।

◇ 'মুসলিম' শব্দের পরিচয়

যে ব্যক্তি 'ইসলাম' গ্রহণ করে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাকে 'মুসলিম' বলা হয়। মুসলিম মানেই হলো আল্লাহর অনুগত বা আত্মসমর্পণকারী। একজন মুসলিম কেবল মুখে নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এরশাদ করেন ~

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করে (আসলামা ওয়াজহাহ্ লিল্লা-হি) এবং সৎকর্মশীল হয়, সে ধারণ করেছে সুদৃঢ় হাতল। আর সকল কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহর দিকেই।"

[সূরা লুকমানঃ ৩১:২২]

এই আয়াতে, 'নিজেকে সোপর্দ করা' বা আত্মসমর্পণ করাকেই মুসলিম শব্দের মূল পরিচয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

■ ইসলামের পারিভাষিক বা শর'ঈ সংজ্ঞা

◇ ইসলামের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়তবিদগণ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম হলো~

"আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করা—যা মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করে।"

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইসলাম হলো ইমান (বিশ্বাস), ইবাদত (উপাসনা) এবং মুআমালাত (পারস্পরিক লেনদেন) এর সমষ্টি। এই সংজ্ঞা দুটি মূল উপাদানে বিভক্ত। যথা~

ক. ইমানের (বিশ্বাস) দিক:

দ্বীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান, যা দ্বীনের বিশ্বাসগত দিক কে নির্দেশ করে। হাদিসে একে তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। হাদিসে বলা হয়েছে, যার অন্তরে তিল পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও জান্নাতে যাবে, আর যার অন্তরে ঈমান থাকবে না সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালার এরাশাদ করেন ~

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।"

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩:১৯]

অর্থাৎ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করাই হলো ঈমান।

খ. আমলের (কর্ম) দিক:

ইমানের সাক্ষ্য দেওয়ার পর একজন মুসলিমকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্মসমূহ পালন করতে হয়। এই আমলগুলিই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের বাস্তব প্রমাণ। আমল হচ্ছে দ্বীনের ব্যবহারগত দিক।

◇ হাদিসের আলোকে সংজ্ঞা:

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক বিখ্যাত হাদিসে (হাদিসে জিবরীল) মহানবী (সা.) ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ~

"ইসলাম হলো—তুমি একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল; সালাত (নামাজ) কয়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করবে।"

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

◇ ইমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক

ইসলামী দর্শন অনুযায়ী, ইমান (বিশ্বাস) ও ইসলাম (আত্মসমর্পণ/কর্ম) পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

- **ইমান:** ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক দিক (অন্তরের বিশ্বাস)।
- **ইসলাম:** ইমানের বাহ্যিক প্রকাশ ও বাস্তবায়ন (কর্ম)।

অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া কর্ম মূল্যহীন, আবার বিশ্বাস থাকলে তার বাস্তবায়নও আবশ্যিক। একটি হাদিসে বলা হয়েছে-

"আল-ইমানু তাসদীকুন বিল ক্বলবি, ওয়া ইকরারুন বিল লিসানি, ওয়া আমালুন বিল আরকানি।"

~ইমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা।

ঈমান ও ইসলাম একই সত্যের দুটি দিকমাত্র। ঈমান ও ইসলামকে সহজে বুঝানোর জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। তাঁবুতে থাকা পাঁচটি খুঁটির মধ্যে মাঝখানের খুঁটিটি হলো প্রধান এবং এর উপরেই তাঁবুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। তেমনি তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য যে ঈমান তারই উপর ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ভিতরের বিশ্বাস ও বাইরের আমল, এই দুটো মিলেই হলো মুকাম্মাল দ্বীন।

(বই-ইসলামকে জানতে হলে)

◇ শাব্দিক অর্থ

‘ইসলাম’ শব্দটি এসেছে আরবি মূল ধাতু “س-ل-م” (সীন-লাম-মীম/সিলমুন) থেকে, যার অর্থ — আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।

অতএব, ইসলাম মানে হলো —

“আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে চলা।”

◇ পরিভাষাগত অর্থ

ইসলাম হলো — “আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রেখে, তাঁর নির্দেশানুসারে জীবন পরিচালনা করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত শরীয়ত মান্য করা।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...

“ইসলাম হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনে এবং আত্মার শান্তি প্রদান করে।

‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা শুধু কয়েকটি শব্দের সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি ব্যাপক জীবনদর্শন। আভিধানিক অর্থে এটি শান্তি ও আত্মসমর্পণকে বোঝায়। আর পারিভাষিক অর্থে এটি হলো একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস ও রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানই মানবজাতিকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল, ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিময় জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় ৩: ইসলামের মূল ভিত্তি ও উদ্দেশ্য

◇ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত —

(১) কালেমা, (২) সালাত, (৩) সাওম, (৪) যাকাত, (৫) হজ্জ।”

(সহীহ বুখারী)

এই পাঁচ স্তম্ভই ইসলামের মূল ভিত্তি; এর মাধ্যমে মুসলমান তার জীবন ও সমাজ গড়ে তোলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন~

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল; সালাত প্রতিষ্ঠা করা; যাকাত প্রদান করা; হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।”

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এগুলোই মানবজীবনের কর্ম ও আমলের ভিত্তি।

১. কালিমা শাহাদাত (ঈমানের সাক্ষ্য): এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত (নামাজ): দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। ৩. সাওম (রোজা): রমজান মাসে রোজা পালন করা। ৪. যাকাত: নিসাব পরিমাণ সম্পদের নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ৫. হজ্জ: সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার আল্লাহর ঘরের (কাবা শরীফ) হজ্জ পালন করা।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রাসূলের প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন, ঈমান আনো। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে অবশ্যই ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথহারা হবে।”

[সূরা আন-নিসাঃ ৪:১৩৬]

◇ ইসলামের উদ্দেশ্য

ইসলামের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- তাওহীদ প্রতিষ্ঠা: আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল প্রকার শিরক (অংশীদারিত্ব) ও মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে পরকালে জান্নাত লাভ করা।
- মানবজাতির কল্যাণ: পৃথিবীতে ন্যায়, ইনসারফ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের জন্য একটি কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

■ ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ)

ইসলামী শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই উদ্দেশ্যগুলোকে সংক্ষেপে পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের সুরক্ষার উপর জোর দিয়েছেন, যাকে 'মাকাসিদুশ শরীয়াহ' বলা হয়। যথা~

ক. দ্বীন বা ধর্মের সুরক্ষা (Preservation of Faith):

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক (আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করা) থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করা ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে ~

"তোমাদের জন্য তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমি ওহী করেছি তোমার প্রতি আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ করো না।"

[সূরা আশ-শূরাঃ ৪২ : ১৩]

খ. জীবনের সুরক্ষা (Preservation of Life):

মানুষের জীবনকে সকল প্রকার অন্যায়, আক্রমণ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করা ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য ইসলামে কিসাস (প্রতিশোধমূলক বিধান) এবং হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ. বংশের সুরক্ষা (Preservation of Progeny):

বংশধারাকে পবিত্র ও সুসংগঠিত রাখতে বিবাহকে উৎসাহিত করা এবং অবৈধ সম্পর্ক (ব্যভিচার) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ঘ. জ্ঞান ও বুদ্ধির সুরক্ষা (Preservation of Intellect):

জ্ঞান অর্জনকে ফরয করা হয়েছে এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য, যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসে উল্লেখ আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন~

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।”

(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

ঙ. সম্পদের সুরক্ষা (Preservation of Wealth):

ন্যায্যভাবে সম্পদ অর্জনকে উৎসাহিত করা, চুরি, ডাকাতি ও সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে সমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এবং জান ও মালের হেফাজত করা যায়।

◇ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন~

“ইসলামের লক্ষ্য হলো কল্যাণ আনয়ন করা এবং ক্ষতি দূর করা। আর এই দুইয়ের মূল হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের উদ্দেশ্যকে একত্ববাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মানবজাতির উপকার সাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (ইসলামী পণ্ডিত ও ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী) বলেন~

“ইসলামের মূল উদ্দেশ্য কোনো নতুন ধর্ম প্রবর্তন করা নয়, বরং পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় মানবজাতিকে একমাত্র সত্যের (তাওহীদ) দিকে ফিরিয়ে আনা।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে মানবজাতির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর বার্তার চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আমি জিন ও মানবকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।"

[সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫১:৫৬]

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়:

- পারিবারিক জীবন: বিবাহ, উত্তরাধিকার, নারী-পুরুষের অধিকার প্রভৃতি।
- সামাজিক জীবন: প্রতিবেশী, দান, সহানুভূতি প্রভৃতি।
- রাজনৈতিক জীবন: ন্যায়বিচার, শূরা, নেতৃত্ব প্রভৃতি।
- অর্থনৈতিক জীবন: সুদ নিষিদ্ধ, যাকাত, ইনসাফ প্রভৃতি।
- নৈতিকতা: সত্যবাদিতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা

অতএব, ইসলামের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্ধারিত বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা।

◇ ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য

ইসলামের উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও ন্যায্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও এর মূল লক্ষ্য। যথা~

ক. নৈতিকতার পূর্ণতা:

চরিত্র গঠন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ইসলামের এক অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মহানবী (সা.) বলেছেন~

"আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিতেই প্রেরিত হয়েছি।"

(তিরমিজি, বায়হাকি)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন মানব চরিত্রের সৌন্দর্য ও উত্তম গুণাবলীকে সম্পূর্ণ করার জন্য।

খ. সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা:

ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে ~

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"

[সূরা আন-নিসাঃ ৪ : ৫৮]

গ. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য:

গোত্র, বর্ণ বা অঞ্চলের ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বজনীন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের উদ্দেশ্য।

◇ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য: প্রশান্তি ও সফলতা

ইসলামী জীবনধারা মানুষকে মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যিকারের প্রশান্তি প্রদান করে। কলবে সূকুন প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"

[সূরা আর-রা'দঃ ১৩ : ২৮]

ইসলামের মূল ভিত্তিগুলো—ঈমানের ছয়টি মূলনীতি ও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ—একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তৈরি করে। এই ভিত্তিগুলোই মানুষের ইহকাল ও পরকালকে সফল করার জন্য একটি মজবুত কাঠামো প্রদান করে। আর ইসলামের উদ্দেশ্য হলো এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের ধর্ম, জীবন, বংশ, জ্ঞান ও সম্পদের সুরক্ষার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করা, যার চূড়ান্ত ফল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, চিরন্তন মুক্তি এবং জান্নাত হাসিল করা।

তাই ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাস নয়, বরং একটি গতিশীল জীবনবিধান, যা মানবজাতিকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে।

অধ্যায় ৪: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ

ইসলামী জীবন-পদ্ধতির ভিত্তি হলো ঈমান (বিশ্বাস)

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ (ঈমানের মূলনীতি)

■ সূচনা: ঈমানের গুরুত্ব

ঈমান (الإيمان) আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা, স্বীকার করা ও নিরাপত্তা দেওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়~ ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা। এই মৌলিক বিশ্বাসগুলোই একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল কাঠামো। এই বিশ্বাসগুলো একত্রে 'ঈমানের রুকন' বা ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি নামে পরিচিত।

◇ ঈমানের ছয়টি ভিত্তি:

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক বিখ্যাত হাদিসে (হাদিসে জিবরীল) বলেছেন~

"ঈমান হলো—তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামতের দিন এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দ (তাকদীর) আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার ওপর বিশ্বাস করবে।"

(সহীহ মুসলিম)

১. প্রথম ভিত্তি: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (তাওহীদ)

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম ভিত্তি হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, যা তাওহীদ (একত্ববাদ) নামে পরিচিত। তাওহীদ অর্থ হলো—আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। এই বিশ্বাস তিনটি মৌলিক ক্ষেত্রে বিভক্ত, যথা-

- তাওহীদে রুবুবিয়াহ্: আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী।
- তাওহীদে উলূহিয়াহ্: আল্লাহই একমাত্র উপাসনার যোগ্য। তাঁর জন্য নিবেদিত সকল ইবাদত (যেমন: নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব কুরবানি প্রভৃতি) একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হতে হবে।
- তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে তাঁর জন্য যেভাবে কুরআন ও হাদিসে এসেছে, সেভাবেই বিশ্বাস করা।

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাআ'লা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন ~

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

[সূরা আল-ইখলাসঃ ১১২: ১-৪]

■ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (তাওহীদ):

আবুল আলা মওদুদী (রহ.) বলেন~

“তাওহীদ হলো সেই কেন্দ্রীয় ভিত্তি, যার ওপর পুরো ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এটি মানুষকে সকল প্রকার মিথ্যা উপাস্য ও খেয়াল-খুশির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।”

২. দ্বিতীয় ভিত্তি: ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি এবং আল্লাহর আদেশে সর্বদা তাঁর ইবাদত ও নির্ধারিত কাজসমূহ পালনে ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা কোনো স্বাধীন ইচ্ছা বা ক্ষমতা রাখে না, বরং আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ অনুসারী। আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে ~

"তাঁরা আল্লাহ যা আদেশ করেন, সে বিষয়ে তাঁর অবাধ্য হয় না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

[সূরা আত-তাহরীমঃ ৬৬ : ৬]

৩. তৃতীয় ভিত্তি: আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বিভিন্ন নবী-রাসূলের ওপর কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) নাযিল করেছেন। এই কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

- প্রধান কিতাবসমূহ: তাওরাত (মূসা আ.-এর ওপর), যাবুর (দাউদ আ.-এর ওপর), ইনজীল (ঈসা আ.-এর ওপর) এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআন (হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপর)।
- কুরআনের বিশেষত্ব: কুরআন হলো পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাবকে বিকৃতি থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এরশাদ করেন ~

"হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।"

[সূরা আন-নিসাঃ ৪ : ১৩৬]

■ বুজুর্গ চিন্তাবিদদের বাণী (কুরআনের মর্যাদা):

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন~

“কুরআন হলো সেই আলোকবর্তিকা যা অন্ধকারে পথ দেখায় এবং সেই শেফা (আরোগ্য) যা সকল রোগের উপশম করে। এর প্রতিটি হরফেই রয়েছে হিদায়াত।”

৪. চতুর্থ ভিত্তি: নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে তাঁর পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রথম হলেন হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। সকলের প্রতি বিশ্বাস রাখা অবশ্য কর্তব্য।

- রাসূলের দায়িত্ব: তাঁরা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) স্থাপন করেছেন।
- খাতমুন নুবুওয়াত (নবুওয়তের সমাপ্তি): মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি, যার প্রতি এই ওহী পাঠাইনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।"

[সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২১ : ২৫]

আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।"

[সূরা আল-আহযাবঃ ৩৩ : ৪০]

৫. পঞ্চম ভিত্তি: আখেরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত বা পরকাল হলো এই নশ্বর পৃথিবীর জীবনের পর থেকে শুরু হওয়া চিরস্থায়ী জীবন। পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের নৈতিক ও কর্মময় জীবনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি।

● পরকালের পর্যায়সমূহ:

- কিয়ামত: মহাপ্রলয় এবং সকল সৃষ্টির পুনরুত্থান।
- হাশর: হিসাব-নিকাশের জন্য এক বিশাল ময়দানে সমবেত হওয়া।
- মীযান: মানুষের আমল বা কর্মের ওজন পরিমাপ করা।
- জান্নাত ও জাহান্নাম: নেককারদের জন্য চিরসুখের স্থান (জান্নাত) এবং পাপীদের জন্য চিরশাস্তির স্থান (জাহান্নাম)।

- তাৎপর্য: পরকালের হিসাব-নিকাশের ভীতি মানুষকে দুনিয়ায় সৎকর্ম করতে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।"

[সূরা ইব্রাহীমঃ ১৪ : ২৩]

ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (আখিরাতের প্রভাব):

ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন~

“আখিরাতের চিন্তা ব্যতীত কোনো অন্তরেই তাকওয়া (খোদাভীতি) দৃঢ় হতে পারে না। যে আখিরাতকে বিশ্বাস করে, তার কাজ-কর্ম অবশ্যই পরিশুদ্ধ হয়।”

৬. ষষ্ঠ ভিত্তি: তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস

তাকদীর হলো আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত। এর অর্থ হলো—সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর অনাদি জ্ঞানে পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত। হাদিসে উল্লেখ আছে ~

"আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টজীবের তাকদীরসমূহ লিখে রেখেছেন।"

(সহীহ মুসলিম)

● তাকদীরের চারটি পর্যায়। যথা~

১. আল-ইলম: আল্লাহ সবকিছু জানেন। ২. আল-কিতাবাহ: সব কিছু লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে। ৩. আল-মাসীয়াহ: আল্লাহ যা চান, তাই হয়; আর যা চান না, তা হয় না। ৪. আল-খালক: আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

- তাৎপর্য: তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে অতিরিক্ত অহংকার ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। কোনো বিপদ এলে সে হতাশ হয় না, আবার কোনো সফলতা পেলেও নিজেকে তার একমাত্র কারণ মনে করে না। তবে এর মানে এই নয় যে, মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে কর্ম করবে না।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"পৃথিবীতে বা তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে কোনো বিপদ আসুক না কেন, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা একটি কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"

সূরা আল-হাদীদঃ ৫৭ : ২২]

◇ ঈমানের ব্যাপকতা: জীবনবোধে প্রতিফলন

ঈমানের ছয়টি ভিত্তি শুধু তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, বরং এর বাস্তব প্রয়োগ একজন মুসলিমের সামগ্রিক জীবনবোধ ও আচরণে প্রতিফলিত হয়। এই বিশ্বাসগুলো একজন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত গুণাবলিতে ভূষিত করে~

- আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতা: শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে মাথা নত করার বিশ্বাস (তাওহীদ) মানুষকে অন্য কোনো শক্তির কাছে ভয় পেতে শেখায় না।
- ন্যায়পরায়ণতা: পরকালের কঠোর জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের ওপর থাকতে বাধ্য করে।

- **ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা:** তারদীর্ঘে বিশ্বাস মানুষকে যেকোনো বিপর্যয়ে ধৈর্যশীল ও শান্ত থাকতে সাহায্য করে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা ই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

[সূরা আল-আন'আমঃ ৬ : ৮২]

◇ প্রখ্যাত বুজুর্গদের বাণী (ঈমানের বাস্তব রূপ)

ইমাম ফুদাইল ইবনে ইয়াদ (রহ.) বলেন~

"আমল বা কর্মের ক্ষেত্রে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) হলো আল্লাহর জন্য কাজ করা, আর সুন্নাহ হলো সেই কাজ রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী করা।"

(তাৎপর্য: তিনি বুঝিয়েছেন, ঈমানকে কর্মে রূপ দিতে হলে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং রাসূলের দেখানো পথে চলতে হবে।)

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.) বলেন~

"ঈমানের দাবি হলো—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম এবং রাসূল (সা.)-এর তরীকা মানা। জীবনের ছোট থেকে ছোট বিষয়ও ঈমানের বাইরে নয়।"

(তাৎপর্য: তিনি ঈমানের ব্যাপকতাকে তুলে ধরেছেন যে, এটি কেবল কিছু বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র জীবনের জন্য প্রযোজ্য।)

ঈমানের এই ছয়টি মূল ভিত্তি হলো ইসলামের সেই অক্ষশক্তি, যা একজন মুসলিমকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে, তার চারপাশের জগত এবং তার নিজের জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত করে। এই বিশ্বাসগুলো একজন মানুষকে সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল করে তোলে এবং তাকে ইহকালের সফলতা ও পরকালের অনন্ত শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এই বিশ্বাসগুলোকে হৃদয়ে ধারণ করে সে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়, যা 'ইসলাম' শব্দের মূল অর্থ।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করেছেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং মুমিনগণও তেমনই বিশ্বাস করেছে।"

[সূরা আল-বাকারাহঃ ২:২৮৫]

অধ্যায় ৫: ইসলামের জীবনব্যবস্থা

ইসলাম: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (আদ-দ্বীন)

■ সূচনা: দ্বীন হিসেবে ইসলামের পরিচয়-

ইসলাম শুধুমাত্র একটি 'ধর্ম' (Religion) নয়, বরং এটি একটি 'দ্বীন' (Deen), যার অর্থ হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক জীবনব্যবস্থা। 'দ্বীন' শব্দটি আরবিতে আনুগত্য, জীবনপদ্ধতি ও সার্বভৌমত্বকে বোঝায়। ইসলাম হলো মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিককে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসার একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এবং নৈরাজ্য থেকে সুশৃঙ্খল শান্তিময় জীবনের পথে পরিচালনা করার জন্য এই জীবনব্যবস্থা দান করেছেন।

◇ ইসলাম কেন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা?

ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গতা কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

দ্বীনের পূর্ণতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এরশাদ করেন ~

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৩]

এই আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা, যা জীবনের সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট এবং আখিরাতে সফলতা অর্জনের একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ। এর পরে আর অন্য কোনো জীবনব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

◇ ইসলামের জীবনব্যবস্থার ভিত্তি

ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রধানত তিনটি মূল স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত:

ক. আকিদাহ (মৌলিক বিশ্বাস):

ঈমানের ছয়টি ভিত্তির উপর বিশ্বাস, যার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব)। এটি জীবনব্যবস্থার মূল দর্শন।

খ. ইবাদাহ (উপাসনা ও আনুগত্য):

পাঁচটি স্তরের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা। এই ইবাদতগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিশুদ্ধি আনে।

গ. শরীয়াহ (আইন ও বিধান):

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে—ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য প্রদত্ত পথনির্দেশনা ও আইন।

■ ব্যক্তি জীবন: আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা শুরু হয় ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই তাকওয়া (খোদাভীতি) এবং ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দ্বারা পরিচালিত হবে।

ক. আত্মশুদ্ধি (তাকিয়াতুন নাফস):

ইসলাম মানুষকে অভ্যন্তরীণ অহংকার, হিংসা, লোভ ও ক্রোধের মতো ব্যাধি থেকে মুক্ত করে বিনয়, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অর্জনের শিক্ষা দেয়। সালাত, সাওম এবং আল্লাহর জিকির এই পরিশুদ্ধির প্রধান মাধ্যম।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বুঝাতে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এরশাদ করেন ~

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করেছে, সে সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাকে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।"

[সূরা আশ-শামসঃ ৯১ : ৯-১০]

খ. নৈতিকতার আদর্শ:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত ও অশ্লীলতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

◇ পারিবারিক জীবন: ঐক্য ও স্থিতিশীলতা

ইসলাম পরিবারকে সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করে। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে পারিবারিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ক. দাম্পত্য সম্পর্ক:

ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দয়া-মায়া, দায়িত্ব, ভালোবাসা ও অধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটিও যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

[সূরা আর-রুমঃ ৩০ : ২১]

খ. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব:

সন্তানকে শুধু খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়াই নয়, বরং তাদের সঠিক নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার অবশ্যকর্তব্য হলো আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে মা-বাবার উপর সন্তানের যে হক্ক অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তা পালনে যত্নবান হওয়া। কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“হে সকল লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর।”

[আত-তাহরীমঃ ৬৬:৬]

প্রত্যেক মা-বাবার কর্তব্য হলো সন্তানকে সঠিক দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াত দান করা। আখিরাতে প্রথম মা-বাবাকেই পাকড়াও করা হবে সন্তানের দ্বীনি ও রুহানী হক্ক নষ্ট করার জন্য।

◇ সামাজিক জীবন: ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী জীবনব্যবস্থা জাতি, বর্ণ বা সম্পদের ভেদাভেদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং সকল মুসলিমকে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও”

[আল-মায়িদাহঃ ৫:৮]

ক. সামাজিক ন্যায় ও সাম্য:

ইসলামে সকল মানুষ সমান। তাকওয়া বা খোদাভীতিই হলো শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। শাসক ও শাসিত সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ইসলামের মৌলিক কর্তব্য।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই লোকই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।”

[সূরা আল-হুজুরাতঃ ৪৯ : ১৩]

খ. প্রতিবেশীর অধিকার:

ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) তাঁকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এত বেশি তাগিদ দিতেন যে তিনি ধারণা করেছিলেন—প্রতিবেশীকে হয়তো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতে দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়।”

(বুখারী-হাদিস নং: ৬৪৭৫, মুসলিম-হাদিস নং: ৪৭)

◇ অর্থনৈতিক জীবন: ইনসাফ ও বন্টন

ইসলামী অর্থনীতি শোষণমুক্ত, সুদমুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর উদ্দেশ্য হলো—যেন সম্পদ শুধু ধনীদের হাতেই কুক্ষিগত না থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন ~

“তোমরা ইনসাফ করো, কারণ তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো।”

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫:৮]

ক. সুদের বিলুপ্তি:

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সুদকে (রিবা) কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ এটি সমাজে শোষণ ও অর্থনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করে। সামাজিক সাম্য বিনষ্ট করে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

[সূরা আল-বাকারাহঃ ২ : ২৭৫]

খ. যাকাত ও সাদকা:

যাকাতকে ফরয ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে, যা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লোভ-লালসা, সম্পদলিপ্সা, কৃপাণতা এবং অন্তরের নির্দয়তা ও নিষ্ঠারতা, এসকল রোগ-ব্যাদি হতে বান্দার কলবকে পাকছাফ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াত, অতঃপর গরীব-মিসকিনের ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও দু'আ অর্জনের মাধ্যমে মালের মধ্যে বরকত পয়দা করা। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ~

“আল্লাহ তা'য়ালা যাকাত ফরজ করেছেন শুধু এজন্য যে, তোমাদের অবশিষ্ট মাল যেন উত্তম ও পবিত্র হয়ে যায়।”

(আবু দাউদ: হাদিস নং-১৬৬৪)

■ বুজুর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য):

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) বলেন~

"ইসলামী অর্থনীতি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পদ উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহারের এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা থাকে।"

■ রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনব্যবস্থা

◇ রাজনৈতিক জীবন: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়াহ)

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় রাজনীতি ও ধর্ম অবিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হলো একমাত্র আল্লাহর আইন (শরীয়াহ) প্রতিষ্ঠা করা।

ক. আল্লাহর আইন ও শাসন:

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের আমানত, যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। শাসক আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদেরও।"

[সূরা আন-নিসাঃ ৪ : ৫৯]

খ. পরামর্শের নীতি (শুরা):

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম শাসককে জনগণের সাথে পরামর্শের (শুরা) ভিত্তিতে কাজ করার নির্দেশ দেয়।

◇ আধ্যাত্মিক জীবন: অন্তর ও রূহের শান্তি

ইসলামী জীবনব্যবস্থার চূড়ান্ত গন্তব্য হলো মানুষের আত্মার শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। কলবের সুকুন।

■ আল্লাহর স্মরণ (জিকির):

জিকিরকে অন্তর শান্ত রাখার প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকির (স্মরণ) দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রেখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়।"

[সূরা আর-রা'দঃ ১৩ : ২৮]

◇ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলাম কোনো প্রথাগত বা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম নয়। এটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি দিককে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে তাওহীদ, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যার মাধ্যমে মানুষ ইহকাল ও পরকালের চূড়ান্ত সফলতা লাভ করতে পারে।

■ বুজুর্গ চিন্তাবিদদের বাণী (জীবনের ঐক্য):

ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ (প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার) বলেন~

"ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের সব দিককে একটি একক ব্যবস্থায় নিয়ে আসা। ইসলামে কোনো জিনিসই সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়; ইবাদত থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও রাজনীতি পর্যন্ত সবই ইবাদতের অংশ।"

ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করেই একজন মানুষ দুনিয়াতে সম্মান ও শান্তি এবং পরকালে জান্নাতের ওয়াদা লাভ করতে পারে।

ইসলাম কেবল নামাজ-রোযার ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে পথনির্দেশ দেয়।

- **ব্যক্তিগত জীবন:** সততা, পবিত্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেয়।
- **পারিবারিক জীবন:** মা-বাবা,ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হক (অধিকার) নির্ধারণ করে এবং পরিবারকে শান্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্রে পরিণত করে।
- **সামাজিক জীবন:** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি এবং মানুষের প্রতি দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো ন্যায়বিচারের সাক্ষী হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো; এটা আল্লাহ্‌ভীতির অধিক নিকটবর্তী।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫:৮]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন~

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

°

“বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য,যিনি সকল সৃষ্টির রব।”

[সূরা আন-আমঃ ৬:১৬২]

অর্থাৎ, ইসলামে জীবনের কোনো ক্ষেত্রই আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

অধ্যায় ৬: কেন ইসলাম — ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা

◇ সূচনা: মানবজাতির চিরন্তন জিজ্ঞাসা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মাখলুকাত। তার জীবন অন্য সব প্রাণীর মতো কেবল খাওয়া-দাওয়া আর বেঁচে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের এক পর্যায়ে এসে দুটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে ভাবে—আমি কে? এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? এই মহাবিশ্বের রহস্য, জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং মৃত্যুর পরের পরিণতি—এইসব প্রশ্নের কোনো বিজ্ঞানসন্মত বা দার্শনিক উত্তর মানুষকে চূড়ান্ত মানসিক শান্তি দিতে পারেনি। মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা যে জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, তাই হলো ইসলাম। 'কেন ইসলাম?'—এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানে।

◇ জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে, যা অন্য কোনো মতবাদ বা দর্শনে পাওয়া যায় না। ইসলাম অনুসারে মানুষের সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন (সৃষ্টির উদ্দেশ্য)~

"আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

[সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫১ : ৫৬]

এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের জীবনকে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে, ফলে জীবন উদ্দেশ্যহীনতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়। এই ইবাদত কেবল নামাজ-রোজা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি বৈধ কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা।

◇ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন

ইসলাম মানুষের সাথে তার স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। ইসলাম মানুষকে শেখায় যে, সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ~

"তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।"

[সূরা আত-ত্বাহঃ ২০ : ৯৮]

এই তাওহীদের বিশ্বাস মানুষকে অন্য সকল ক্ষমতা, বস্তু বা ব্যক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয় এবং তাকে এক অভূতপূর্ব আত্মমর্যাদা ও মানসিক স্বাধীনতা দান করে।

■ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

◇ নৈতিক মানদণ্ড ও চরিত্র গঠনে ইসলাম

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তাকে নৈতিকতার পথে চলতে উৎসাহিত করলেও, এই নৈতিকতার চূড়ান্ত মানদণ্ড কী হবে, তা মানুষ নিজেই স্থির করতে পারে না। ফলে সমাজে নৈতিকতার আপেক্ষিকতা দেখা দেয়। ইসলাম এই সমস্যার সমাধান করে এক শাস্ত্রত ও পরিবর্তনহীন নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

■ সর্বজনীন নৈতিকতা:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা সততা, আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা ও বিনয়কে জীবনের মৌলিক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই নৈতিকতা কোনো স্থান বা কালের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটি তাকওয়ার (খোদাভীতির) নিকটবর্তী।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৮]

◇ মানসিক শান্তি ও প্রশান্তির জন্য ইসলাম

আধুনিক জীবনের জটিলতা মানুষকে এনে দিয়েছে মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা। বস্তুবাদ ও ভোগবাদী জীবন মানুষের আত্মাকে শান্তি দিতে পারেনা। ইসলাম মানুষের আত্মাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে যুক্ত করে প্রকৃত শান্তি প্রদান করে।

ক. আল্লাহর স্মরণ:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষকে শেখায়, একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তর শান্তি লাভ করতে পারে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকির (স্মরণ) দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রেখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়।"

[সূরা আর-রা'দঃ ১৩ : ২৮]

খ. পরকালের নিশ্চয়তা:

পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিশ্বাস মানুষকে অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেয়। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে, তার জীবনের সকল সংগ্রাম আল্লাহর কাছে বৃথা যাবে না।

◇ বুজুর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (মানসিক শান্তি):

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন~

“দুনিয়ার এই জীবনে একটি জাহ্নাত রয়েছে। যে তাতে প্রবেশ করেনি, সে আখিরাতের জাহ্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই জাহ্নাত হলো আল্লাহর মা'রিফাত (পরিচয়) এবং তাঁর জিকিরের মাধ্যমে অর্জিত প্রশান্তি।”

◇ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবতা

ব্যক্তিগত নৈতিকতা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য ইসলাম এক বাস্তব ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানব সমাজে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ক. সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব:

ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের সকল ভেদাভেদ দূর করে মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ধনী-গরিব, সাদা-কালো—সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

খ. অর্থনৈতিক ভারসাম্য:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ দূর করে। যাকাতকে ফরয করে ইসলাম সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে নিরাপত্তা দেয় এবং সুদকে (রিবা) হারাম করে পুঁজিবাদের শোষণ থেকে সমাজকে রক্ষা করে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তন না করে।"

[সূরা আল-হাশরঃ ৫৯ : ৭]

◇ একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম

অন্যান্য মতবাদ মানুষের তৈরি আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও, ইসলাম একমাত্র আল্লাহর প্রদত্ত আইন (শরীয়াহ) মেনে চলার নির্দেশ দেয়। এর মাধ্যমে আইন ও বিচার ব্যবস্থায় মানবিক দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব এবং অসামঞ্জস্যতা দূর হয়।

■ আইনের উৎস:

ইসলামী আইন কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যা সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন,তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির (অবিশ্বাসী)।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৪৪]

◇ বুজর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (পূর্ণাঙ্গতা):

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) বলেন~

“ইসলাম জীবনকে ধর্ম ও রাষ্ট্র, ইবাদত ও সমাজ—এভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখে না। বরং এটি জীবনের সকল দিককে একই ইবাদতের ছায়াতলে নিয়ে আসা একটি একক ব্যবস্থা।”

◇ ইসলামের বাস্তবতা: সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতা

ইসলামের অন্যতম বাস্তবতা হলো এর সার্বজনীনতা। এটি কোনো বিশেষ জাতি, অঞ্চল বা সময়ের জন্য প্রেরিত নয়, বরং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বীনুল ইসলামই হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের সর্বজাতির নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ।

ক. সকল নবী-রাসূলের দ্বীন:

ইসলাম নতুন কোন দ্বীন নয়, বরং হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল একই দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করেছেন—যা হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দ্বীনুল ইসলাম শুধু পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বজনীনতা লাভ করেছে এবং পূর্ববর্তী দ্বীন ও শরী'আতের কার্যকরতা রহিত হয়েছে।

খ. মানবিক ও প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য:

ইসলামী বিধানগুলো মানব প্রকৃতির (ফিতরাহ) সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করে না, বরং সঠিক পথে পরিচালনা করে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।"

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩ : ১৯]

■ কেন ইসলাম?

'কেন ইসলাম?' এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর হলো—মানব জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই।

- অন্ধকারে আলো: এটি মানুষের উদ্দেশ্যহীন জীবনে আলো দেখায়।
- অস্থিরতায় শান্তি: এটি বস্তুবাদী অস্থিরতা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেয়।
- অসাম্যে ন্যায়: এটি সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।
- ক্ষণস্থায়ী জীবনে চিরস্থায়ী সফলতা: এটি মানুষকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে চূড়ান্ত সফলতা লাভে সহায়তা করে।

ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, এটি শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং মানুষের জীবনযাত্রার জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক অপরিহার্য ও শাস্ত্রত জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ।

(বই-ইসলাম ও আমাদের জীবন)

বিখ্যাত দার্শনিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) বলেন~

“তাঁর (মুহাম্মাদ সা.-এর) বাণী ছিল খাঁটি এবং সম্পূর্ণ সত্য, যা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণকর পথ প্রদর্শন করে।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের শিক্ষার সত্যতা ও মানুষের জন্য তার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন।)

বর্তমান সমাজে:

- নৈতিক অবক্ষয়
- পারিবারিক ভাঙন
- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- যুদ্ধ ও হিংসা

ইসলাম এসব সমস্যার সমাধান দেয়:

- শান্তি ও সাম্য
- মানবিকতা ও ন্যায়বিচার
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

□ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে, তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।”

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩: ৮৫]

ইসলাম মানবজাতির জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরাত (প্রাকৃতিক প্রবণতা) এবং জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- সৃষ্টিকর্তার পরিচয়: মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো এক মহান সত্ত্বার সন্ধান করে। ইসলাম সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও তাঁর ইবাদতের পথ দেখায়।
- জীবনের উদ্দেশ্য: ইসলাম জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে, যা হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। উদ্দেশ্যহীন জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে দেয়।
- মানসিক শান্তি: আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষ জীবনের সকল উদ্বেগ ও হতাশা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করে।
- বাস্তবসম্মত জীবনবিধান: ইসলাম মানুষের জন্য সহজ, বাস্তবসম্মত এবং সর্বজনীন বিধান দিয়েছে, যা কোনো কাল, স্থান বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
- পরকালীন জবাবদিহিতা: ইসলাম পরকালে কর্মের হিসাব ও ফলাফলের ধারণা দেয়, যা মানুষকে এই পৃথিবীতে দায়িত্বশীল ও নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এবং পরকালে কামিয়ার হওয়ার পথ দেখায়।

◇ আত্মার শান্তি

বর্তমান যুগে মানুষ ভোগবিলাস ও অস্থিরতায় ক্লান্ত। ইসলাম মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক ভারসাম্যের দিকনির্দেশনা দেয়।

“জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্তি লাভ করে।”

[সূরা আর-রা'দঃ ১৩:২৮]

◇ ন্যায় ও মানবতা

ইসলাম সমাজে ন্যায়বিচার, দয়া ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন ~

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও উত্তম আচরণের আদেশ দেন।”

[সূরা আন-নাহলঃ ১৬:৯০]

◇ সামাজিক ও পারিবারিক স্থিতি

ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলে, যার উপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাসাদ স্থাপিত হয়। এতে রয়েছে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ব ও শালীনতার শিক্ষা। সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থার অবকাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে সে দেশের মাটি যদি স্বর্ণও প্রসব করে এবং সে দেশের মেশিনারী যদি মণি-মুক্তাও উৎপাদন করে তবুও মানুষ শান্তি নামক মহান নিয়ামত থেকে মাহরুম হয়ে যায়।

অধ্যায় ৭: কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

■ শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ও ঐশী ঘোষণা

◇ সূচনা: ইসলামের পরিচয় ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি

ইসলাম (আরবি: الإسلام) শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইসলাম দাবি করে যে, এটি কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং জীবনের সকল দিক পরিচালনাকারী একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাস্ত্রত জীবনব্যবস্থা (আদ-দ্বীন)। এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কোনো মানবীয় উদ্ভাবন নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে তা ঘোষণা করেছেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তার তাওহীদ (একত্ববাদ), পূর্ণাঙ্গতা এবং সার্বজনীনতা-র উপর প্রতিষ্ঠিত।

◇ আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি হলো এই ঘোষণা যে, এটি আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। অন্য কোনো মতবাদ বা ধর্ম আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।"

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩ : ১৯]

এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম তার অনন্য অবস্থান নিশ্চিত করে যে, মানবজাতির জন্য মুক্তি ও সফলতার পথ একমাত্র ইসলাম।

◇ দ্বীনের পূর্ণতা ও সম্ভ্রুষ্টি

ইসলাম হলো মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী বার্তা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়তের মাধ্যমে এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। এর ফলে এতে কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের আর প্রয়োজন নেই।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৩]

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ ধর্ম নয়, বরং জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব

◇ তাওহীদের (একত্ববাদ) শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রাণকেন্দ্র হলো তাওহীদ, অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ। এটি এমন এক ধারণা যা সকল প্রকার শিরক (অংশীদার স্থাপন) ও মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে মুক্ত করে একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে।

■ মুক্তির ঘোষণা:

তাওহীদের এই ধারণা মানুষকে সকল প্রকার মানবীয় বা বস্তুবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। মানুষ একমাত্র আল্লাহর কাছেই মাথা নত করে, ফলে তার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"বলো, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন,সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

[সূরা আল-ইখলাসঃ ১১২ : ১-৪]

◇ রিসালাত (নবী-রাসূলের ধারাবাহিকতা) ও মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থান

ইসলামের মাধ্যমে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত হয়। মুহাম্মাদ (সা.) হলেন 'খাতামুন নাবিয়ীন' বা শেষ নবী। তাঁর রিসালাতের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনীন।

■ বিশ্বজনীন রিসালাত:

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল নির্দিষ্ট জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হলেও, মুহাম্মাদ (সা.) প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আমি তো তোমাকে জগৎসমূহের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"

সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২১ : ১০৭]

◇ আখিরাত (পরকাল)-এর স্বচ্ছ ধারণা

ইসলাম জীবনের রহস্য ও শেষ পরিণতির একটি সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ধারণা দেয়। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা মানুষকে জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।"

[সূরা আল-যিলযালঃ ৯৯ : ৭-৮]

■ নৈতিক ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব

◇ নৈতিকতা ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড

ইসলাম মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে এমন মানদণ্ড স্থাপন করেছে যা অন্য কোনো ব্যবস্থায় বিরল। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো এর চরিত্র গঠনের শিক্ষায়, যেখানে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার সাথে যুক্ত।

■ উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা:

মহানবী (সা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাঁর শিক্ষা মানবসমাজকে সর্বোচ্চ নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন~

"আমি তো উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিতেই প্রেরিত হয়েছি।"

(তিরমিজি, বায়হাকি)

◇ সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী জীবনব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য। গোত্র, বর্ণ, ভাষা বা সম্পদের ভিত্তিতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামে স্বীকৃত নয়।

■ সাম্যের ভিত্তি:

আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই লোকই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।"

[সূরা আল-হুজুরাতঃ ৪৯ : ১৩]

◇ অর্থনৈতিক সুবিচার

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণমুক্ত, সুদমুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। যাকাত ফরয করে ইসলাম ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তন না করে।"

[সূরা আল-হাশরঃ ৫৯ : ৭]

◇ বুজুর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বিভিন্ন যুগের মনীষীদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে:

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (ইসলামী পণ্ডিত) বলেছেন~

“ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যেখানে ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির কোনো বিভাজন নেই। এটি জীবনকে বিভক্ত করে না, বরং এটি এক আল্লাহর আনুগত্যের কেন্দ্রে নিয়ে আসে।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার দিকটিকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) বলেছেন~

“ইসলাম হলো সেই জীবনপদ্ধতি যা মানুষের তৈরি সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানায়।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের রাজনৈতিক ও আইনি শ্রেষ্ঠত্বকে এককভাবে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেখিয়েছেন।)

◇ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামের আইন ও বিধানসমূহ (শরীয়াহ) মানবীয় বিচার-বিবেচনা থেকে মুক্ত, যার ফলে এটি সর্বকালে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) বলেছেন~

"আমরা সবাই যদি এটিকে (ইসলামকে) ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব এটি সত্য, যা মানুষের জন্য সর্বোত্তম কাজ করার নির্দেশনা দেয়।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের শিক্ষার সত্যতা ও প্রায়োগিক উপযোগিতাকে স্বীকার করেছেন।)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এটি তার অপরিবর্তনীয় তাওহীদ, সর্বজনীন রিসালাত, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ড এবং সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের মাধ্যমে অন্যান্য সকল মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। ইসলাম হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক চিরন্তন উপহার, যা ইহকালের শান্তি এবং পরকালের চূড়ান্ত মুক্তি নিশ্চিত করে।

ইসলামকে আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন।

- **পরিপূর্ণ জীবনবিধান:** ইসলামকে আল্লাহ স্বয়ং 'দ্বীন' হিসেবে পূর্ণতা দান করেছেন। এটি সকল নবীর প্রচারিত মূল বার্তার চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ রূপ।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫:৩]

- **শ্রেষ্ঠ উম্মত:** এই দ্বীনের অনুসারীদের আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতির কল্যাণের জন্য নির্বাচন করেছেন।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো"

[সূরা আল- ইমরানঃ ৩:১১০]

- **জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গুরুত্ব:** ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে ফরয ঘোষণা করে এবং কুরআন মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করতে উৎসাহিত করে।

কুরআনে ইসলামকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ দীন বলা হয়েছে —

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫:৩]

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“আমার উদাহরণ ও আমার অনুসারীদের উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো, যে আগুন জ্বালাল; পতঙ্গগুলো তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি তাদের ধরে ফিরিয়ে আনি, কিন্তু তারা আমার হাত ফসকে যায়।” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ, ইসলাম মানুষকে বিপথ থেকে রক্ষা করে আলোর পথে নিয়ে আসে।

অধ্যায় ৮: ইসলাম ও মানবতা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজাতির মর্যাদা ও সাম্য

◇ সূচনা: মানবতা ও ইসলামের অভিন্নতা

ইসলাম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ) এবং মানবতা (মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদা) দুটি বিষয় যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি অন্যটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইসলাম মানবজাতিকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীনে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সকল মানুষের জন্য ন্যায় ও করুণা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামে মানবতার ভিত্তি হলো: মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সবাই এক পিতা-মাতা থেকে সৃষ্ট।

◇ মানবজাতির সর্বোচ্চ মর্যাদা (কারামাতুল ইনসান)

ইসলাম মানবজাতিকে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব কোনো জাতি বা বর্ণের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদের জন্য স্থলে ও সমুদ্রে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছি। আর তাদেরকে উত্তম রিযিক দিয়েছি এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তার অনেকের উপরই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

[সূরা বনী- ইসরাঈলঃ ১৭ : ৭০]

এই ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিটি মানুষের মৌলিক মানবিক মর্যাদাকে সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

◇ সাম্য ও ঐক্যের ভিত্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলাম জাতি, বর্ণ, ভাষা বা সম্পদের ভিত্তিতে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল- কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই লোকই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান (খোদাভীরু)।"

[সূরা আল-হুজুরাতঃ ৪৯ : ১৩]

সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় তার বংশ বা সম্পদ দিয়ে নয়, বরং তার চরিত্র ও আল্লাহভীতি দিয়ে।

■ জীবনের অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা

◇ জীবনের অধিকার ও পবিত্রতা

মানবতার সবচেয়ে মৌলিক অধিকার হলো জীবন ধারণের অধিকার। ইসলাম এটিকে এতটাই পবিত্র ঘোষণা করেছে যে, একজনের জীবন হরণ করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল বলা হয়েছে।

■ জীবন রক্ষার কঠোর নির্দেশ:

যুদ্ধ বাদে অন্য কোনো কারণে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলামে মহাপাপ।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যে ব্যক্তি নরহত্যা বা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৩২]

◇ ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ন্যায়বিচার মানবতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিচারকের আসনে যে-ই থাকুক, তাকে অবশ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকতে হবে, এমনকি যদি তা নিজের, পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও যায়।

■ নিরপেক্ষ বিচারের নির্দেশ:

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শত্রুতার প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকতে ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটি তাকওয়ার (খোদাভীতির) নিকটবর্তী।"

সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৮]

◇ বুজুর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (ন্যায়বিচার):

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন~

"শরীয়ত (ইসলামী আইন) সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার, দয়া, কল্যাণ এবং প্রজ্ঞা। যে বিধান এই চারটির বাইরে যায়, তা শরীয়তের অংশ নয়, এমনকি যদি তা ব্যাখ্যা দ্বারা আরোপিতও হয়।"

(তাৎপর্য: তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হলো ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।)

■ করুণা, দয়া ও পরোপকার

◇ মহানবী (সা.)-এর রহমত ও করুণার আদর্শ

ইসলামী মানবতা কেবল আইনগত অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পারস্পরিক দয়া, মমতা ও করুণার ওপর জোর দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত বা করুণা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর আমি তো তোমাকে জগৎসমূহের জন্য কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"

[সূরা আল-আশ্বিয়াঃ ২১ : ১০৭]

এই রহমত কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি ও মানবজাতির জন্য।

◇ সামাজিক দুর্বলদের প্রতি মানবিকতা

ইসলাম সমাজ জীবনে যারা দুর্বল—যেমন: এতিম, দরিদ্র, অভাবী, বিধবা, রোগী ও দাস—তাদের প্রতি বিশেষ দয়া ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। এতিমের সম্পদ ভক্ষণকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

■ দরিদ্র ও অভাবীর অধিকার:

ইসলামে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি কেবল দয়া নয়, বরং তা ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (যাকাতের মাধ্যমে)।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন~

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।"

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

◇ অমুসলিমদের প্রতি মানবিক আচরণ

ইসলামী মানবতা অমুসলিমদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যারা মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে না, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক আচরণ করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"

[সূরা আল-মুমতাহিনাহঃ ৬০ : ৮]

■ মানবিক অধিকারের সুরক্ষা ও উপসংহার

◇ মৌলিক মানবিক অধিকারের সুরক্ষা

ইসলাম মানুষকে শুধু জীবনের অধিকার নয়, বরং তার সম্পদ, সম্মান, বংশ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকেও সুরক্ষা দিয়েছে।

ক. শ্রমিকের অধিকার:

ইসলামে শ্রমিকের অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন~
"শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দাও, তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই।"

(সহীহ ইবনে মাজাহ)

খ. নারীর অধিকার:

ইসলাম নারীকে ১৪০০ বছর আগেই উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও শিক্ষার অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছে। কন্যা সন্তান লালন-পালনের জন্য জন্মাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম নারীর পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। এবং সম্পদে নারীর মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছে, অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বামী থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণের অধিকার প্রদান করেছে।

◇ বুজুর্গ ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী (মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব):

ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ) বলেন~

"ইসলাম হলো মূলত এক মানবিক আন্দোলন। এর প্রতিটি আইন ও বিধান মানুষের মর্যাদা, কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। যেখানে মানবতা নেই, সেখানে প্রকৃত ইসলাম থাকতে পারে না।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলাম ও মানবতাকে একই সূত্রে গেঁথে দেখিয়েছেন।)

◇ ইসলাম ও মানবতার বন্ধন

উপসংহারে বলা যায়, ইসলাম মানবজাতির জন্য নিছক একটি আচার-অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়, বরং এটি একটি বিস্তৃত ও গভীর মানবিক আন্দোলন। কুরআন ও হাদিসের প্রতিটি শিক্ষাই মানুষের মর্যাদা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সাম্য নিশ্চিতকরণ এবং পারস্পরিক দয়া ও করুণা প্রদর্শনের উপর জোর দেয়। ইসলামের মূল আদর্শ—তাওহীদ (একত্ববাদ) থেকে শুরু করে এর শরীয়াহ পর্যন্ত—সবকিছুই এই মহান মানবিক উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত। ইসলামে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলাই হলো সর্বোচ্চ মানবিক দায়িত্ব পালন করা।

ইসলাম মানবতার কল্যাণে নিবেদিত:

- দয়া, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ
- যুদ্ধ ও শান্তির নীতি
- সংখ্যালঘুদের অধিকার

□ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"তোমরা ন্যায়ের আদেশ দাও, আত্মীয়দেরকে দান করো এবং অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকো।"

[সূরা আন-নাহলঃ ১৬:৯০]

ইসলাম মানবতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং এর মূল শিক্ষায় রয়েছে দয়া, ইনসাফ, সহনশীলতা ও সামাজিক সাম্য।

- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা: ইসলামে মানুষের মর্যাদা, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা সকল মানুষের জন্য সমান।
- অমুসলিমদের অধিকার: ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ন্যায় ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- দয়া ও সহানুভূতি: রাসূল (সাঃ)-এর জীবনচরিত ছিল দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"

[সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২১:১০৭]

ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়; বরং এটি সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের ধর্ম।

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“সবচেয়ে উত্তম মানুষ সেই, যে মানুষের উপকারে আসে।” (আল-কাবির)

ইসলাম মানবাধিকার, নারীসম্মান, প্রতিবেশী-দায়িত্ব, দান-সদকা, প্রাণীর অধিকার — সবকিছু শেখায়।

অধ্যায় ৯: ইসলামি চিন্তাবিদ ও বুজুর্গদের দৃষ্টিভঙ্গি

◇ সূচনা: ইসলামের মূল দর্শন

ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুজুর্গদের দৃষ্টিতে, ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি সুসংহত জীবনদর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (আদ-দ্বীন)। এই মহান মনীষীগণ ইসলামকে দুটি মূল প্রশ্নে বিশ্লেষণ করেছেন—ইসলাম কী? (তাওহীদ ও শরীয়াহর মাধ্যমে এর পরিচয়) এবং ইসলাম কেন? (মানবতার মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা)। তাঁদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ইসলাম মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ।

◇ ইসলাম কী? আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ:

ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে, ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক সংজ্ঞা হলো আল্লাহর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। যিনি আত্মসমর্পণ করেন, তিনি হলেম 'মুসলিম'।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) (প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ) বলেন~

“ইসলাম হলো দু'টি মূলনীতির সমষ্টি। প্রথমত, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং দ্বিতীয়ত, ইবাদত শুধুমাত্র রাসূল (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতিতে করা।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের তাওহীদ (উদ্দেশ্য) ও রিসালাত (পদ্ধতি)-কে সংজ্ঞার কেন্দ্রে এনেছেন।)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করে (আসলামা ওয়াজহাহ লিল্লা-হি) এবং সৎকর্মশীল হয়, সে ধারণ করেছে সুদৃঢ় হাতল।"

[সূরা লুকমানঃ ৩১ : ২২]

◇ কেন ইসলাম? তাওহীদের মাধ্যমে মুক্তি:

ইসলাম কেন অপরিহার্য, তার প্রথম উত্তর হলো—তাওহীদ বা একত্ববাদের মাধ্যমে মানুষকে সকল প্রকার মিথ্যা উপাস্য ও খেয়াল-খুশির দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) (হুজ্জাতুল ইসলাম) বলেন~

"তাওহীদ হলো মানবাত্মার সেই আলোকবর্তিকা, যা অন্তর থেকে ভয়, লোভ ও নির্ভরতার সকল অন্ধকার দূর করে এবং একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

(তাৎপর্য: তিনি তাওহীদকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছেন।)

■ জীবনব্যবস্থার পূর্ণতা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন

◇ ইসলাম কী? পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (আদ-দ্বীন):

চিন্তাবিদগণ ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু কিছু উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে জীবনের সামগ্রিক রূপরেখা বা 'দ্বীন' হিসেবে দেখেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (আধুনিক চিন্তাবিদ) বলেন~

“ইসলাম একটি সম্পূর্ণ কোড, যেখানে ধর্ম, নৈতিকতা ও রাজনীতির কোনো বিভাজন নেই। এটি জীবনকে বিভক্ত করে না, বরং এটি একক ও ঐক্যবদ্ধ করে আল্লাহর আনুগত্যের কেন্দ্রে নিয়ে আসে।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতাকে একটি 'কোড' বা নির্দেশমালা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।)

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৩]

◇ কেন ইসলাম? জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্মের হিসাব:

মানুষের জীবন কেন বৃথা নয় এবং তার কর্মের হিসাব কেন জরুরি—ইসলাম এই প্রশ্নের জবাব দেয় পরকালে বিশ্বাসের মাধ্যমে।

আবুল আলা মওদুদী (রহ.) (বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ) বলেন~

"ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়াহ) প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে আখিরাতের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করা। এই প্রস্তুতি ছাড়া মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের প্রয়োজনীয়তাকে রাজনৈতিক ও পরকালীন জবাবদিহিতার সাথে যুক্ত করেছেন।)

◇ বুজুর্গদের দৃষ্টিতে ইবাদতের উদ্দেশ্য:

বুজুর্গগণ ইসলামের প্রতিটি ইবাদতকে আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া (খোদাভীতি) অর্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন।

ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) (তাবেয়ী ও বুজুর্গ) বলেন~

“তাকওয়া অর্জনের জন্যই ইসলামের বিধান। ইবাদত কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার পথ।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে আত্মশুদ্ধি বা তাকিয়াকে মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।)

■ নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির উৎস

◇ ইসলাম কী? নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড:

চিন্তাবিদগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তার নৈতিক বিধানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, যা মানবসমাজকে সর্বোচ্চ মানবিক স্তরে উন্নীত করে।

ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (আধুনিক আলেম) বলেন~

“ইসলাম হলো মূলত এক মানবিক আন্দোলন। এর প্রতিটি আইন ও বিধান মানুষের মর্যাদা, কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে মানবিকতা ও নৈতিকতার রক্ষক হিসেবে দেখেছেন।)

◇ কেন ইসলাম? সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের নিশ্চয়তা:

মানুষের তৈরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো যেখানে বৈষম্য ও শোষণ সৃষ্টি করেছে, সেখানে ইসলাম সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর করে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটি তাকওয়ার (খোদাভীতির) নিকটবর্তী।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৮]

◇ বুজুর্গদের দৃষ্টিতে শান্তি ও সাম্য

ইসলামী বুজুর্গগণ 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শান্তি'র মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.) (ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী) বলেন~

"ইসলামের পথ ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক শান্তি এবং সামষ্টিক জীবনে নিরাপত্তা লাভ করা অসম্ভব। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই দুনিয়ার অশান্তি দূর হয়।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তির মূল উৎস হিসেবে তুলে ধরেছেন।)

■ সার্বজনীনতা, বাস্তবতা ও উপসংহার

◇ ইসলাম কী? চিরন্তন ও বিশ্বজনীন ধীন:

ইসলামী পণ্ডিতগণ ইসলামকে কোনো বিশেষ জাতি বা সময়ের জন্য নির্দিষ্ট না করে, এর বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতাকে তুলে ধরেছেন।

ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ (প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার) বলেন~

"ইসলামের বার্তা এতই সরল যে তা পৃথিবীর যেকোনো মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য—এক আল্লাহর ইবাদত এবং সকল মানুষের প্রতি ন্যায় ও করুণা প্রদর্শন।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামের সার্বজনীন আবেদন ও সহজবোধ্যতাকে এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন।)

◇ কেন ইসলাম? জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য:

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের মধ্যে এক অসাধারণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, যা অন্য কোনো মতবাদ দিতে পারেনি।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

[সূরা আল-আন'আমঃ ৬ : ৮২]

◇ চূড়ান্ত উপলব্ধি

ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুজুর্গদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কী—তা হলো আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ (তাওহীদ ও শরীয়াহর মাধ্যমে)। আর ইসলাম কেন—তা হলো মানবাত্মাকে জাগতিক দাসত্ব ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত করে নৈতিক উৎকর্ষ, সামাজিক ন্যায় এবং ইহকাল ও পরকালে চূড়ান্ত শান্তি ও সফলতা এনে দেওয়া। এই কারণেই মানবজাতির জন্য ইসলাম অপরিহার্য এবং একমাত্র পথ।

জার্মান কবি ও দার্শনিক গ্যোটে (Goethe) (ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন) বলেন:

“যদি এটিই ইসলাম হয় তবে আমরা সবাই ইসলামে বাস করছি।”

● ইমাম আল-গাজ্জালী (রহঃ) বলেন~

“ইসলাম হলো আত্মার চিকিৎসা, হৃদয়ের শান্তি এবং চরিত্রের পরিপূর্ণতা।”

● ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন~

“যে আল্লাহর দাসত্বে শান্তি খুঁজে পায়, তার হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না।”

● হযরত ওমর (রা.) বলেছেন~

“আমরা এমন জাতি, যাকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা মর্যাদা দিয়েছেন; ইসলাম ত্যাগ করলে আল্লাহ আমাদের অপমান করবেন।”

● মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ): তিনি ইসলামী শরীয়তকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করার ওপর জোর দিয়েছেন, যা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

● আল্লামা ইকবাল: তিনি ইসলামকে 'গতিশীলতা' এবং 'আত্ম-মর্যাদাবোধের' দর্শন হিসেবে দেখেছেন।

এই সকল চিন্তাবিদগণ একমত যে, ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পরিচালনার একমাত্র পথ, যা ব্যক্তিগত আমল থেকে শুরু করে বৈশ্বিক সম্পর্ক পর্যন্ত সকল কিছুকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সুসংগঠিত করে।

অধ্যায় ১০: উপসংহার

✱ উপসংহার: ইসলাম — জীবনের পথ ও চূড়ান্ত গন্তব্য

■ সারসংক্ষেপ ও কেন্দ্রীয় বার্তা

◇ ইসলামের সংজ্ঞার চূড়ান্ত নির্যাস

"ইসলাম কী এবং কেন" শীর্ষক এই দীর্ঘ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইসলাম কেবল একটি সাধারণ ধর্ম নয়, বরং এটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত একটি পূর্ণাঙ্গ, শাস্ত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (আদ-দ্বীন)।

ক. ইসলাম 'কী' এর নির্যাস (তাওহীদ ও আত্মসমর্পণ):

'ইসলাম কী?' এই প্রশ্নের উত্তর হলো আল্লাহর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ (Submission) এবং তাওহীদ (একত্ববাদ)। এটি মানুষের আত্মাকে সকল প্রকার মিথ্যা উপাস্য ও খেয়াল-খুশির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়। এই আত্মসমর্পণ তখনই পূর্ণ হয় যখন মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালার এরাশাদ করেন ~

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত) দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)।"

[সূরা আল-ইমরানঃ ৩ : ১৯]

খ. 'কেন' এর নির্যাস (শান্তি ও মুক্তি):

'ইসলাম কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর হলো ইহকালীন শান্তি, নৈতিক উৎকর্ষ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্যই ইসলাম অপরিহার্য।

◇ মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সমাপ্তি

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, ইসলাম মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত স্পষ্টতা এনে দেয়। মানুষ কেন সৃষ্টি হয়েছে এবং কোথায় তার প্রত্যাবর্তন—এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা দিতে পারেনি।

আবুল আলা মওদুদী (রহ.) (চিন্তাবিদ) বলেন~

"ইসলামের মূল কথা হলো—মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে আখিরাতে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করা।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে একটি উদ্দেশ্যমুখী প্রস্তুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।)

■ শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তি

◇ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত ঘোষণা

ইসলামী মনীষীগণ একমত যে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তার পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে নিহিত। এই জীবনব্যবস্থা মানবজীবনের কোনো অংশকেই অসম্পূর্ণ রাখেনি।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"

[সূরা আল-মায়িদাহঃ ৫ : ৩]

এই আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধান ইসলামে পূর্ণ করা হয়েছে এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো জীবনব্যবস্থা আর প্রয়োজন নেই।

◇ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি

ইসলাম কেন প্রয়োজন, তার সবচেয়ে বড় কারণ হলো মানুষের আত্মিক প্রশান্তির চাহিদা। আধুনিক বস্তুবাদী জীবন মানুষকে অস্থিরতা ও শূন্যতা দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে যুক্ত করে এই শূন্যতা দূর করে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"

[সূরা আর-রা'দঃ ১৩ : ২৮]

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) (বুজুর্গ) বলেন~

"জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীবনের সার্থকতা—সবকিছুই আল্লাহর পরিচয়ের (মা'রিফাত) মধ্যে নিহিত। আর ইসলাম হলো সেই পরিচয় লাভের একমাত্র পথ।"

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রশান্তির উৎস হিসেবে দেখেছেন।)

■ সামাজিক ন্যায় ও মানবিকতার চূড়ান্ত পরিণতি

◇ সমাজে ন্যায় ও সাম্যের বাস্তবায়ন

ইসলামের জীবনব্যবস্থা কেন শ্রেষ্ঠ, তা এর সামাজিক বিধানাবলীতে স্পষ্ট। ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা অন্য কোনো ব্যবস্থায় এমন দৃঢ়তার সাথে হয়নি।

ক. সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব:

ইসলাম জাতি, বর্ণ ও সম্পদের সকল বৈষম্য দূর করে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই লোকই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান (খোদাভীরু)।"

[সূরা আল-হুজুরাতঃ ৪৯ : ১৩]

খ. ন্যায়ের অপরিবর্তনীয়তা:

ইসলামী চিন্তাবিদগণ ন্যায়ের গুরুত্বকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) (চিন্তাবিদ) বলেন~

“ইসলামের লক্ষ্য হলো কল্যাণ আনয়ন করা এবং ক্ষতি দূর করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় একমাত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।”

(তাৎপর্য: তিনি ইসলামকে একটি ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণমুখী ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন।)

◇ জীবনের প্রতিটি স্তরে ভারসাম্য

ইসলাম কেন প্রয়োজন, তার কারণ হলো—এটি মানুষের জাগতিক চাহিদা ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের মধ্যে এক নিখুঁত ভারসাম্য সৃষ্টি করে। এটি সন্ন্যাসবাদ বা চরম বস্তুবাদ কোনটিকেই সমর্থন করে না।

ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (আধুনিক আলেম) বলেন~

“ইসলাম মানুষের সকল বৈধ প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়, তবে শর্ত হলো—তা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এটিই ইসলামের মধ্যপন্থী শ্রেষ্ঠত্ব।”

■ চূড়ান্ত আহ্বান ও উপসংহারের বার্তা

◇ ইসলামের বাস্তবতা ও চিরন্তন আবেদন

“ইসলাম কী এবং কেন” আলোচনার পর চূড়ান্ত বাস্তবতা হলো—ইসলাম মানবজাতির স্বভাবজাত ধর্ম। এর বিধানগুলো স্থান,কাল বা পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। আধুনিক বিশ্ব যখন নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন ইসলামের সমাধানগুলো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর।

■ সার্বজনীন আহ্বান:

ইসলাম সকল মানুষকে তাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানায়।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ~

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

[সূরা আল-বাকারাহঃ ২ : ২০৮]

◇ চূড়ান্ত বার্তা

অতএব, ইসলাম হলো তাওহীদের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, যা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। আর ইসলাম কেন অপরিহার্য, তার মূল কারণ হলো—এটিই মানুষের চিরন্তন মুক্তি ও চূড়ান্ত সফলতার (জান্নাত) একমাত্র নিশ্চয়তা। ইসলাম ছাড়া মানবাত্মার জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ গন্তব্য নেই। এই জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করেই মানুষ তার স্রষ্টার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। আখিরাতে কামিয়াব ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন~

"তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

(তাৎপর্য: এটি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের উপর দৃঢ় থাকার চূড়ান্ত আহ্বান।)

ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে জীবনের পথ চলাতেই নিহিত মানবজাতির প্রকৃত মুক্তি ও চিরশান্তি।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। এর মূল হলো আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসরণ। জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, মানসিক শান্তি লাভ, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা—সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটি নিশ্চিত যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এক অনন্য উপহার, যা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং কামিয়াবি নিশ্চিত করে। ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থায় দিকনির্দেশনা দেয়। এটি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়ে আনে, আত্মার শান্তি দেয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং মানবসমাজে ভারসাম্য আনে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে।

ইসলাম মানে শান্তি — ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ — ইসলাম মানে সত্য ও ন্যায়ের জীবন।
যে ব্যক্তি ইসলামকে গ্রহণ করে, সে কেবল একজন মুসলমান নয়, বরং শান্তি ও মানবতার দূত হয়ে ওঠে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতিকে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। আধুনিক সমাজে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শই হতে পারে মানবতার মুক্তির পথ। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনকে সঠিকভাবে যাপন করে মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনে অফুরন্ত সুখ-শান্তির অধিকারী হতে পারে।

রেফারেন্স বই সমূহ

- ইসলামকে জানতে হলে (আবু তাহের মিছবাহ)
- ইসলাম কি ও কেন?(মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী রহ.)
- ইসলাম ও আমাদের জীবন 'যিকর ও ফিকর (শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.)
- ইসলাম কাদের ধর্ম?(মুফতী যুবায়ের আহমদ হাফি.)
- কিতাবুল ফিকহ (IOM- Islamic Online Madrasah)
- কিতাবুল আকাইদ (IOM- Islamic Online Madrasah)
- কুরআন- সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর)
- ইসলামী জীবন-ধারা (আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী)
- ইসলামের সৌন্দর্য (হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.)
- ইসলামের মৌলিক ধারণা ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপরেখা (মুহাম্মদ এনায়েত আলী)
- পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয় (অধ্যাপক গোলাম আযম)
- ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী)
- কাসাসুল কুরআন (মাওলানা হিফজুর রহমান রাহ.)
- ইসলামি জীবনব্যবস্থা (মুফতী তারেকুজ্জামান)
- ইসলামের মর্মকথা (ইফতেখার সিফাত)
- ইসলামের ইতিহাস নববী যুগ থেকে বর্তমান (ড.মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি)
- বুজুর্গ মনীষীদের নির্বাচিত বাণী (শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.)
- মনীষীদের চিরন্তন বাণী (আবরার আজম)
- ফয়জুল কালাম (মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়যুল্লাহ র.)